দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... APR. 3 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

ক্যাম্পাসে নারী, নারীর ক্যাম্পাস

জোবাইদা নাসরীন কণা

বিশেষ প্রতিবেদন

গত বছরে দুটো কারণে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন আলোচিত হয়েছে। প্রথমটি ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদালয়ের সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা। আর দ্বিতীয়টি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এবং তা প্রমাণিত হওয়া। দুটো ঘটনারই যৎকিঞ্চিত প্রশাসনিক বিচার সম্ভব হয়েছিল ছাত্রীদের দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে। যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের সংহতি সর্ব প্রকার পুরুষাধিপত্যের খোলসকে নাড়া দিয়েছিল। ক্যাম্পাস নিয়ে ক্যাম্পাসের ছাত্রীরা কি ধরনের ভাবনা ভাবছেন কিংবা যৌন হয়রানির অভিজ্ঞতাগুলো কি রকম তা নিয়েই এই প্রতিবেদন।

বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বুঝিয়ে দেয় আমি নারী

'আমি একজন মানুষ, শারীরিক ভাবে। পরিবার গণ্ডী থেকে বের হয়ে এসে যখন ভেবেছি এবার আমার সামর্থ্য প্রয়োগ করার সুযোগ করেছি, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। কিন্তু না, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই আমি হোঁচট খেয়েছি। সন্ধ্যা ৭-৩০টার মধ্যেই হলে ঢোকার তাড়নার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে 'তুমি মানুষ নও, তুমি একজন নারী'। কথাগুলো বললেন ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী নীলুফার জাহান মুক্তা। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী আখতার জাহান বিষয়টি জানালেন অন্যভাবে। বললেন, 'পারিবারিক কাঠামোতে আমার ক্ষেত্রে আরোপিত আইন কানুনের প্রতিবাদে যতবার সমতার প্রশ্ন তুলেছি তখনই পরিবারের পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে মেয়ের প্রতি তাদের মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসাবোধ। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যখনই প্রশ্ন করা হয়েছে তখনও প্রশাসন বার বার তাদের অভিভাবকত্বের দাবি পেশ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই অভিভাবকত্ব কি শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? ভালোবাসা, অভিভাবকত্ব খাটানো সবইতো সমাজের লিঙ্গীয় রাজনীতিরই অংশ।'

প্রশাসনিক নিয়মকানুন

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল ল তৈরি করা হয়। সেই ল এখনও বলবৎ আছে। যেখানে প্রতিটি ছাত্রী হলে ছাত্রীদের প্রথম সিটে উঠার সময়ে একটি ফর্ম পূরণ করতে হয় এবং চারজন 'বৈধ' অভিভাবকের নাম দিতে হয়, যাদের অবশ্যই বিবাহিত হতে হবে। ছাত্রদের ক্ষেত্রে এটি নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই বার বার প্রশ্ন উঠেছিল এই নিয়ম-কানুনগুলো বাতিল করে যুগোপযোগী করে তৈরি করা যায় কিনা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের পর পরই একটি বৈঠক হয়েছিল, ছাত্রীরা দাবি করেছিল ইউনিফর্ম নিয়ম কানুনের। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত এর কোন সদুত্তর দেননি। সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একই ধরনের নিয়ম করা উচিত বলে জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের ছাত্রী মাহমুদা রহমান স্বপ্না।

ভালো রেজাল্ট করলে

বর্তমানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভালো রেজাল্ট করছে। কিন্তু এটিকেও ভালো নজরে দেখছে না সমাজ, সামাজিক মতাদর্শ। কোন মেয়ে ভালো রেজাল্ট করলেই বলা হয় যে, 'মেয়েদের শিক্ষকরা বেশি নম্বর দেয়।' কিংবা মেয়েদের আর কাজ কি? রান্নাবান্না আর পড়াশুনা ছাড়া এদের আর কোন কাজ আছে নাকি? এভাবে নারীর মেধা, শ্রমকে অবমূল্যায়ন করা হয়ে থাকে এবং দেখা যায় কখনও কখনও একে ঘিরে মুখরোচক গল্পও তৈরি হয়। কিন্তু একজন ছাত্র ভালো রেজাল্ট করলে মনে হয় যেন এটাই স্বাভাবিক। ছাত্র মানেই তো মেধাবী, পরিশ্রমী। ভালো রেজাল্টতো সে-ই করবে।

খেলাধুলা

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্রীরা খেলোয়াড় হিসেবে ভর্তি হয়, তাদের অনেকেই আর খেলাধুলায় উৎসাহী থাকে না। এর কারণ হিসেবে একজন জানালেন, 'ছাত্রী হলে মেয়েদের অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ নেই। আর তাছাড়া যা আছে তার বেশির ভাগেই ইনডোর গেমসের। অনুশীলন ছাড়া খেলাধুলা করে কি লাভ?' আর তাছাড়া সামাজিক মতাদর্শের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তো আছেই।

নারীর আড্ডা

নারীর আড্ডা- শুনলে অনেকেই কমেন্ট ছুড়েন, ছাত্রীদের আবার আড্ডা কি? নিশ্চয়ই সেখানে শাড়ি, গহনা নিয়েই আলোচনা হবে। কিন্তু না! ছাত্রীরা এখন আলোচনা করে, তর্ক বিতর্ক করে যৌন হয়রানির প্রতিকার নিয়ে, নারীর লড়াইয়ের পথ নিয়ে, নিজস্ব আত্মমর্যাদা, নিজস্বতা নিয়ে। আরোপিতের মোড়ক ভাঙবার পথ নিয়ে। তাই একে অবমূল্যায়নের সুযোগ এখন আর নেই। নারী ক্রমশ পুরুষের তৈরি করা ইমেজ ভেঙে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে।

যৌন হয়রানি

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম বেশি সকল ছাত্রীই এতে আক্রান্ত। তার সহপাঠী মস্তান, ক্যাডারদের শীষ, জোর করে প্রেমে বাধ্য করা, হুমকি প্রদর্শন এগুলো চলে আসছে বহুদিন ধরে। নারী প্রতিবাদও করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রী স্নিগ্ধা জানালেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন নারী সেল হওয়া প্রয়োজন, যাতে ছাত্রীরা যেকোন ধরনের যৌন হয়রানির বিচার তাৎক্ষণিকভাবে পেতে পারে।' জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সীমার ভাষ্য ঃ 'এখনও আমরা আতঙ্কিত থাকি। মনে হয় কেউ যেন পিছন থেকে ফলো করছে। আগেও এরকম হতো। এখন একটু বেশি হচ্ছে আর টিজ তো শুনতেই হয়। এটা বন্ধ করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম করা প্রয়োজন এবং শাস্তির বিধান করা প্রয়োজন।'

ছাত্রীরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছে, ভাবছে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে। এই ভাবনাই তাদের নিয়ে যাচ্ছে আন্দোলনে, লড়াইয়ে, সংগ্রামে। যে লড়াই তাদের দিবে মুক্তি, মনুষ্যত্বের মর্যাদা, অন্তত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে হলেও।